যুগান্তর
23 JUL 2008

৩৪ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

মুসতাক আহমদ

দেশের ৩৪টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বন্ধকৃত এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, টেক্সটাইল কলেজ, মেডিকেল টেকনোলজি এবং কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান চলতি বছর একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে পারবে না। প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে সার্টিফিকেট প্রদান, শিক্ষার ন্যূনতম সুবিধার অনুপস্থিতি এবং শিক্ষার নামে বাণিজ্য করার ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। ওই একই অভিযোগে আরও ২৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে শোকজ করে দু'মাসের আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ড. নিতাই চন্দ্র সূত্রধর জানান, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবস্থার উন্নয়ন করতে না পারলে এগুলোও বন্ধ করে দেয়া হবে। অর্থাৎ, এসব প্রতিষ্ঠানও চলতি বছর কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে পারবে না। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বোর্ডের প্রণীত নীতিমালার তোয়াক্কা না করে শিক্ষার নামে বাণিজ্য ও প্রতারণা চালানোর অভিযোগ বহু পুরনো। কারিগরি শিক্ষা একটি ব্যয়বহুল ও হাতে-কলমের শিক্ষা। এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, ভৌত অবকাঠামো, প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। কিন্তু বোর্ডের স্বীকৃতি নিয়ে প্রতিষ্ঠার পরও তিন শতাধিক প্রতিষ্ঠানে এগুলোর কোনটিই নেই। নাম প্রকাশ না করে একটি টিমের একজন সিনিয়র সদস্য জানান, একটি কিন্ডার গার্টেন চালাতে যতগুলো ক্লাসরুম দরকার, তার চেয়েও কম সংখ্যক ক্লাসরুম ও ল্যাবরেটরি নিয়ে বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠান চলছে। বিভিন্ন তদন্ত টিমের সদস্যদের সঙ্গে বন্ধ : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

বন্ধ : প্রতিষ্ঠান

(১ম পৃষ্ঠার পর) আলাপে জানা গেছে, বোর্ডের অধীনে যেসব প্রতিষ্ঠান চলছে, তার মধ্যে হাতেগোনা মাত্র ৫-৬টি কারিগরি ইন্সটিটিউটে রয়েছে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা। ৭০ ভাগই নীতিমালা মানছে না। আইন অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা না মানলে স্বীকৃতি বাতিল হবে।

গত বছর ৮ মে তৎকালীন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) ডা. এএসএম মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে মোট ৭৭টি মেডিকেল টেকনোলজির শিক্ষা দানকারী প্রতিষ্ঠানকে অবৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা ও শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত না করায় বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল। ওই ৭৭টির মধ্যে ৩৫টি তখন বন্ধ হয়ে যায়। ওই সভায় স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষা কার্যক্রমের মতো একটি জটিল বিষয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে ৭৭ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল।

বোর্ড চেয়ারম্যান ড. নিতাই চন্দ্র সূত্রধর জানান, বিভিন্ন মহলের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত এক বছর ধরে তদন্ত ও পরিদর্শন শেষে বন্ধের এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মোট ১৩টি টিম সারাদেশ চষে বেড়ায়। এসময় টিমগুলো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সুবিধার সার্বিক দিক পরিদর্শন করে। টিমগুলো নিশ্চিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠানগুলো অধিভুক্তির শর্ত এবং বোর্ড পাঠ্যক্রম পরিচালনার জন্য ন্যূনতম শিক্ষক নেই। এ অবস্থায় রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তবে শর্ত পূরণ এবং শিক্ষার নামে বাণিজ্য না করার অঙ্গীকার করলে বিষয়টি আবার বিবেচনায় আসতে পারে।

বোর্ড সূত্র জানায়, ওই ১৩টি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আরও ২৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতা দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানও শিক্ষাদানের ন্যূনতম সুবিধা নিশ্চিত না করে বছরের পর বছর পরিচালনা করা হচ্ছে। সতর্ক নোটিশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ১০৯টি, কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ ৯১টি, ডিপ্লোমা মেডিকেল কলেজ ৫৩টি এবং টেক্সটাইল কলেজ ২১টি। এগুলোর বেশিরভাগই ঢাকায় অবস্থিত। তবে সারাদেশের প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

কারিগরি বোর্ডের অধীন বর্তমানে ১৩টি সরকারিসহ ১০৪টি কৃষি কলেজ, ৪২টি মেডিকেল কলেজ, ৪৮টি সরকারিসহ ১৫৭টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ৬টি সরকারিসহ ২৭টি টেক্সটাইল কলেজ এবং ১টি সরকারি ফরেস্ট্রি কলেজ রয়েছে। তবে এর বাইরে বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো বোর্ডের অনুমোদনের নামে অবৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেগুলো চিহ্নিত করার কাজ চলছে বলে বোর্ড চেয়ারম্যান জানান।

৯ শর্ত

২৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে ৯টি শর্ত পূরণ করতে হবে আগস্ট মাসের মধ্যে। অন্যথায় ছাত্র ভর্তি করতে পারবে না। শর্তের মধ্যে রয়েছে— প্রতিটি টেকনোলজির জন্য গ্রুপপ্রতি পর্যাপ্ত জায়গাসহ সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষ, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ বিষয়ভিত্তিক ল্যাবরেটরি, সাধারণ ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন এবং ল্যাবরেটরি ক্লাসে ২০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী রাখা যাবে না, যোগ্য অধ্যক্ষ এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগদান ও ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ও সংরক্ষিত তহবিলে নির্ধারিত অংকের (৫ লাখ) অর্থ জমা, ক্লাস শুরুর আগেই সেমিস্টার প্ল্যান ও ক্লাস রুটিন বোর্ডে প্রেরণ, অধিভুক্তি লাভের ৫ বছরের মধ্যে নিজস্ব স্থায়ী ভবনে গমন (ভাড়া বাড়িতে থাকা যাবে না)। এসব শর্ত পূরণ না করে চলতি বছর কোন অবস্থাতেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। নির্দেশনা অমান্য করলে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন না দেয়ার পাশাপাশি আইনানুগ ব্যবস্থাও নেয়া হবে।

বন্ধ করে দেয়া ৩৪ প্রতিষ্ঠান

বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া ৩৪টি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে— ঢাকার মডার্ন কলেজ অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ইন্সটিটিউট অব এডুকেশন রিসার্চ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, মাইক্রোল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব কম্পিউটার এন্ড ইলেকট্রনিক্স, ওয়েস্টার্ন ইন্সটিটিউট অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি, ইন্সটিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, এইমস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, ডেল্টা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, সিসনেট ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, কলেজ অব টেকনোলজি এন্ড ফাইন আর্টস, কলেজ অব টেকনোলজি (কট), ন্যাশনাল ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইন্সটিটিউট অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি, নারায়ণগঞ্জ টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট, লক্ষ্মীপুরের সাউদ কল্যাণ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, শরীয়তপুরের শহীদ সিরাজ সিকদার কলেজ, নীলফামারীর জলঢাকা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট, সিরাজগঞ্জের নর্থ বেঙ্গল ইন্সটিটিউট অব কম্পিউটার টেকনোলজি, আজিমনগর টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট।

বোর্ডের নীতিমালা

বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী ৪ বছর মেয়াদি একটি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে অধ্যক্ষ/পরিচালকের কক্ষ, অফিস কক্ষ, একাডেমিক কক্ষ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কক্ষ, ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা কমনরুম, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট, স্টোর, টিচার্স কমনরুম ও লাইব্রেরির জন্য আলাদা কক্ষ থাকতে হবে। এছাড়া নীতিমালায় রয়েছে— প্রতিষ্ঠানের প্রতি টেকনোলজির প্রতিটি গ্রুপের জন্য ৩২০ বর্গফুটের ৪টি ক্লাস রুম, বিভাগীয় প্রধান ও অন্য শিক্ষকদের বসার জন্য আলাদা দুটি কক্ষ থাকতে হবে। পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের জন্য প্রতি ২০ জনের জন্য ২শ' বর্গফুটের আলাদা ২টি কক্ষ থাকতে হবে। তাছাড়া কম্পিউটার টেকনোলজির জন্য ৪টি, ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির জন্য ৫টি, পাওয়ার টেকনোলজির জন্য ৪টি, রিফ্রিজারেশনের জন্য ৩টি, কেমিক্যাল টেকনোলজির জন্য ৬টি, ফুড টেকনোলজির জন্য ৪টি, ইলেকট্রোমেডিক্যাল টেকনোলজির জন্য ৫টি, অটোমোবাইলের জন্য ৪টি, মেকানিক্সের জন্য ৪টি, এনভায়রনমেন্টালের জন্য ৫টি, সিভিল টেকনোলজির জন্য ৯টি, মেকানিক্যালের জন্য ৬টি ৪০০ বর্গফুটের আলাদা ল্যাবরেটরি থাকতে হবে। কিন্তু দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতি টেকনোলজির জন্য মাত্র একটি করে ল্যাবরেটরি রয়েছে। তাছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান ল্যাব ছাড়াই শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।